শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়

১.৭ দ্রোণপুত্র দণ্ডিত

- (১-৭) - ব্যাসদেবের দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য
  - (১-৩) - ব্যাসদেব সম্পর্কে শৌণক ঋষির প্রশ্ন এবং সূত গোস্বামীর উত্তর
  - (৪-৭) - ব্যাসদেব কর্তৃক ভগবান, মায়া এবং দুর্দশাগ্রস্থ জীবকে দর্শন এবং তাঁদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভক্তি হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনা
- (৮-১১) - ব্যাসদেব কর্তৃক শুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষাদান
  - (৮-৯) - ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে রত আত্মারাম শুকদেব গোস্বামী কেন শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন
  - (১০-১১) - এমনকি আত্মারামেরাও ভগবদ্ভক্তিতে আকৃষ্ট হন। উদাহরণ - শুকদেব গোস্বামী
- (১২-১৬) - মৃত পাণ্ডব-পুত্রদের জন্য শোক
  - (১২-১৪) - অশ্বত্থামা কর্তৃক দ্রৌপদীর পুত্রগণের হত্যা
  - (১৫-১৬) - দ্রৌপদীর শোক
- (১৭-৩৪) - অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার বন্ধন
  - (১৭-২১) - অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপণ
  - (২২-২৬) - শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের প্রার্থনা
  - (২৭-২৮) - শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর - এটি অশ্বত্থামার কার্য। তোমার অস্ত্র দ্বারা তা প্রতিহত কর
  - (২৯-৩৪) - অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার বন্ধন
- (৩৫-৫৮) - অশ্বত্থামা বধ বিষয়ে বাদ
  - (৩৫-৩৯) - অশ্বত্থামা বধের প্রস্তাবে কৃষ্ণের সমর্থন
  - (৪০-৪১) - কৃষ্ণের পরীক্ষায় অর্জুন উত্তীর্ণ
  - (৪২-৪৮) - শোভন-চরিতা ও দয়ার্দ্র দ্রৌপদী কর্তৃক অশ্বত্থামা বধের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন
  - (৪৯-৫১) - দ্রৌপদীর যুক্তির সাথে সমর্থন ও বিমত
  - (৫২-৫৮) - অশ্বত্থামার মস্তকের মণি ও কেশ ছিন্ন করে অর্জুন কর্তৃক বিরোধাত্মক নির্দেশের সমাধান

অধ্যায় কথাসার –

শ্রীমদ্ভাগবতের এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন কি রকম অলৌকিকভাবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে এবং সেজন্য অর্জুন তাঁকে দণ্ডদান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করার পূর্বে শ্রীল ব্যাসদেব তা জানতে পেরেছিলেন।

(ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য)

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভাগবত-শ্রোতা রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম-বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে নিদ্রিত বালকবধহেতু অশ্বত্থামার দণ্ড বর্ণিত হচ্ছে।

(গৌড়ীয় ভাষ্য)

এই সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেব সর্বশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন (সর্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-যোগ) সমাধিতে দর্শন (অর্থাৎ উপলব্ধি) করলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামা-নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার এবং তাঁর দণ্ড বর্ণিত হয়েছে।

(সারার্থ দর্শিনী)

(১-৭) - ব্যাসদেবের দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য

(১-৩) - ব্যাসদেব সম্পর্কে শৌণক ঋষির প্রশ্ন এবং সূত গোস্বামীর উত্তর

১.৭.১ – শৌনক ঋষির প্রশ্ন

শৌনক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে সূত গোস্বামী, অত্যন্ত মহৎ এবং দিব্য গুণসম্পন্ন ব্যাসদেব শ্রীনারদ মুনির কাছ থেকে সব কিছু শুনেছিলেন। সুতরাং নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর ব্যাসদেব কি করলেন?

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিক** – "অধ্যায় কথাসার" দ্রষ্টব্য।

১.৭.২ – ব্যাসদেবের আশ্রম

শ্রীসূত বললেনঃ বেদের সঙ্গে অতি অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত সরস্বতী নদীর পশ্চিম তটে ঋষিদের চিন্ময় কার্যকলাপের আনন্দ বর্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামক স্থানে একটি আশ্রম আছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – "আশ্রম"

- আশ্রম – সেই স্থান যেখানে পারমার্থিক প্রগতি সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই স্থানটি গৃহস্থ না সন্ন্যাসীর সেটি বিচার্য নয়।
- উদ্দেশ্যে একত্ব – বর্ণাশ্রম প্রথার সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের প্রতিটি স্তরকেই আশ্রম বলা হয় অর্থাৎ সেখানে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ সকলেরই সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি – পরমেশ্বর ভগবানকে জানা অর্থাৎ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা। সুতরাং সেখানে কেউ কারো থেকে নগণ্য নয়।
- তাহলে আশ্রমের পার্থক্য কেন? – ত্যাগের মাত্রা অনুসারে আনুষ্ঠানিক পার্থক্য মাত্র। সন্ন্যাসীদের সবচাইতে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দর্শন করা হয় তাঁদের ত্যাগের জন্য।

১.৭.৩ – ব্যাসদেবের ধ্যানারম্ভ

সেই স্থানে, শ্রীল ব্যাসদেব বদরী বৃক্ষ পরিবৃত তাঁর আশ্রমে উপবেশন করলেন এবং জল স্পর্শ করে তাঁর চিত্তকে পবিত্র করার জন্য ধ্যানস্থ হলেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"শ্রীব্যাসদেবের ধ্যান"**

(৪-৭) - ব্যাসদেব কর্তৃক ভগবান, মায়া এবং দুর্দশাগ্রস্থ জীবকে দর্শন এবং তাঁদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভক্তি হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনা

১.৭.৪ – ব্যাসদেবের ভগবৎ-দর্শন

এইভাবে তাঁর মনকে একাগ্র করে জড় কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়ে তিনি যখন পূর্ণরূপে ভক্তিযোগে যুক্ত হয়েছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর মায়াশক্তি সহ দর্শন করেছিলেন, যে মায়া পূর্ণরূপে তাঁর বশীভূত ছিল।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"তাঁর স্বচ্ছ ধারণা"**
- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"মায়ার কার্যকলাপ"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিক** –

"পরম তত্ত্বের পূর্ণ দর্শন" –

- এটি সম্ভব হয় কেবল ভক্তিযোগে যুক্ত হওয়ার ফলে → ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ।
- নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান / পরমাত্মা উপলব্ধি → পরম তত্ত্বের আংশিক দর্শন → ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না।
- পরম তত্ত্ব → একজন পুরুষ। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ, অনাদি এবং পূর্ণ পুরুষোত্তম।

"শক্তিতত্ত্ব" –

- ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে। তাঁর মধ্যে প্রদান তিনটি হচ্ছে –
  - অন্তরঙ্গা
  - বহিরঙ্গা (এই শ্লোকে এই শক্তির কথা বলা হয়েছে)
  - তটস্থা
- দৃষ্টান্ত -
  - চন্দ্র → পরম পুরুষ (শক্তিমান)
  - জ্যোৎস্না → অন্তরঙ্গা শক্তি - জীবকে অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে মুক্ত করে)।
  - অন্ধকার → বহিরঙ্গা শক্তি - জীবকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখে)।
- 'অপাশ্রয়ম্' – বহিরঙ্গা শক্তি পূর্ণরূপে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন
- ভক্তিযোগ – অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া। এখানে বহিরঙ্গা শক্তির কোন স্থান নেই।
  - দৃষ্টান্ত – চিন্ময় জ্ঞানালোকের সামনে অন্ধকারের কোন স্থান নেই।

(সূত্রঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ পরম পুরুষ হতে পারেন না, সেকথা পরবর্তী শ্লোকে বলা হবে।)

১.৭.৫ – বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব

এই বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে এবং তার ফলে জড় জগতের দুঃখ ভোগ করে।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিক** –
- শ্লোক বিষয় –
  - বিষয়াসক্ত জীবের দুঃখ ভোগের মূল কারণ
  - সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়

✍ দুঃখ ভোগের মূল কারণ – স্বরূপ ভ্রম

✍ জীব তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং নিজেকে প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করছে। তাই এভাবেই জীব প্রকৃতির গুণের প্রভাবে দুঃখ ভোগ করে। [1]

✍ মায়ার অপ্রশংসনীয় কর্তব্য – ভগবান চান না যে জীব মায়ার দ্বারা সম্মোহিত হয়ে থাকুক। মায়া সেকথা জেনেও বিস্মৃত আত্মাদের তাঁর বিভ্রান্তিকর প্রভাবের দ্বারা সম্মোহিত করে রাখার অপ্রশংসনীয় কর্তব্য গ্রহণ করেন। ভগবান মায়াশক্তির এই প্রভাবে হস্তক্ষেপ করেন না কারণ বদ্ধ জীবের চেতনার সংশোধনের জন্য মায়ার এই প্রভাবের প্রয়োজন আছে।

- ✍ দৃষ্টান্ত – স্নেহময় পিতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবাধ্য সন্তানদের বশে আনার জন্য কঠোর শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখেন।

✍ ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য - ভগবদ্গীতা আদির মাধ্যমে উপদেশ দেন যে, যদিও সাধারনত মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, তথাপি তাঁর শরণাগত হওয়ার ফলে অনায়াসে তা সম্ভব হয়।

- ✍ দৃষ্টান্ত – রাজা তাঁর অবাধ্য প্রজাদের কারাগারে আবদ্ধ করে রাখেন, কিন্তু কখনও কখনও তাদের দুঃখ নিবৃত্তির জন্য রাজা নিজে কারাগারে গিয়ে তাদেরকে বিকৃত মনোবৃত্তির পরিবর্তন করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। তাঁর অনুরোধ অনুসারে আচরণ করার ফলে কয়েদিরা তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত হয়।

✍ এই শরণাগতি কিভাবে লাভ করা যায়? – সাধুসঙ্গের মাধ্যমে

✍ ভগবানের করুণা –

- ✍ বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে দণ্ডদান
- ✍ অন্তরে - চৈত্য গুরু,
- ✍ বাহিরে – সাধু, শাস্ত্র এবং দীক্ষাগুরু রূপে পথ প্রদর্শন।

✍ ভগবান মায়াধীশ –

- ✍ মায়া কেবল জীবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু কখনও তা ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মায়া সর্বদা ভগবানের অধীন তত্ত্ব। (অনুচ্ছেদ ২) [2]

✍ রোগগ্রস্থ বদ্ধ জীব –

- ✍ ব্যাসদেব সর্বপ্রথম জীবের রোগের কারণ নির্ণয় করেছেন – মায়া দ্বারা তাঁর সম্মোহন,
- ✍ রোগ নিরাময়ের উপায় – পরবর্তী শ্লোক।

✍ জীব ও ভগবানের নিত্য সম্বন্ধ – জীব ও ভগবানের চিন্ময় সম্পর্কে সম্পর্কিত তা না হলে ভগবান বদ্ধ জীবদের মায়ার কবল থেকে উদ্ধার করার কষ্ট স্বীকার করতেন না।

🕮 ১.৭.৬ – শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরম-তত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভক্তিযোগের প্রভাব"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ ব্যাসদেব কি কি দর্শন করেছিলেন?

- ❋ পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান,
- ❋ বিভিন্ন শক্তি যথা - অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি ও তটস্থা শক্তি,
- ❋ ভগবানের বিভিন্ন অবতার,
- ❋ মায়াবদ্ধ জীবদের দুঃখ দুর্দশা,
- ❋ বদ্ধাবস্থা নিরাময়ের উপায়স্বরূপ ভগবদ্ভক্তির পন্থা,

✍ সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমের পুনর্বিকাশ শ্রবণ এবং কীর্তনের যান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর।

✍ দুঃখ-নিবৃত্তি – তবে শ্রবণ, কীর্তনাদি নির্দেশিত পন্থায় চিন্ময় জ্ঞান বিকাশের অপেক্ষা না করেই জড় জগতের অবাঞ্ছিত দুঃখ দুর্দশা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞান পরমতত্ত্ব উপলব্ধির ভক্তিযুক্ত সেবার উপর নির্ভরশীল।

🕮 ১.৭.৭ – শ্রবণ-মাহাত্ম্য

কেবলমাত্র বৈদিক শাস্ত্র শ্রবণ করার মাধ্যমে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয় এবং তার ফলে শোক, মোহ এবং ভয় তৎক্ষণাৎ অপগত হয়।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের প্রভাব"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

অনুচ্ছেদ ১ –

✍ কর্ণেন্দ্রিয় সবচেয়ে সক্রিয় – এমনকি গভীর নিদ্রায়ও তা সক্রিয় থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় কেবল এর দ্বারাই শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

✍ ভবরোগের প্রধান লক্ষণ –

- ✍ শোক - সর্বদা শোকগ্রস্থ
- ✍ মোহ - নিরন্তর মায়া-মরীচিকার পেছনে ধাবিত হচ্ছে
- ✍ ভয় - সর্বদাই কল্পিত শত্রুর ভয়ে ভীত

অনুতথ্যঃ

[1] জীবের 'স্বরূপ' হয় – কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি','ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥ (চৈঃচঃ মধ্য ২০.১০৮)

[2] ভগবান – মায়াধীশ; জীব – মায়া বশ

✍ ভবরোগ নিরাময়ের পন্থা –

✍ শ্রীল ব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। তিনি কে?
শ্রীকৃষ্ণ (কৃষ্ণে পরমপুরুষে)

অনুচ্ছেদ ২

✍ 'প্রেম' কথার অর্থ –

- ✍ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আসক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়।
- ✍ ভগবান – পরমপুরুষ
- ✍ জীব – প্রকৃতি (স্ত্রীলিঙ্গ বাচক)

অনুচ্ছেদ ৩ –

- ✍ কৃষ্ণ কথা – কৃষ্ণ → কোন পার্থক্য নেই
- ✍ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ – সরাসরি কৃষ্ণসঙ্গ → কোন পার্থক্য নেই
- ✍ যথার্থ শান্তি লাভ অসম্ভব → যতক্ষণ না কৃষ্ণের সাথে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছি।
- ✍ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা → শত-সহস্র শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও শত-সহস্র ভক্তের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রমাণ

(৮-১১) - ব্যাসদেব কর্তৃক শুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষাদান

(৮-৯) - ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে রত আত্মারাম শুকদেব গোস্বামী কেন শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন

🕮 ১.৭.৮ – ব্যাসদেবের বেদ সংশোধন ও শুকদেবকে শিক্ষাদান

শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পর মহর্ষি বেদব্যাস পুনর্বিচারপূর্বক তা সংশোধন করেন এবং তা তাঁর পুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে শিক্ষা দান করান, যিনি ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শিক্ষার্থী"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –
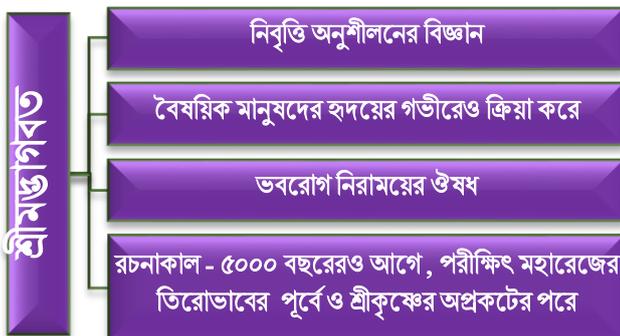
🕮 ১.৭.৯ – শৌনক ঋষির প্রশ্ন

শ্রীশৌনক সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ শ্রীশুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই নিবৃত্তি মার্গে নিরত ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ছিলেন আত্মারাম। **তা হলে কেন তাঁকে এই বিশাল সাহিত্য অধ্যয়ন করার কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল?**

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "এই মহান সাহিত্যের বিশেষ আকর্ষণ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – "শ্রীমদ্ভাগবত – আত্মারামদেরও অধ্যয়নের বিষয়"

- ✍ কর্মী – যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চায় অথবা যারা জড় দেহের সুখ-সুবিধার চেষ্টায় মত্ত।
- ✍ আত্মারাম – যাঁরা আত্মায় আনন্দ অনুভব করেন।
- ✍ এ রকম হাজার হাজার কর্মীর মধ্যে দু'একজন কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করে আত্মারাম হতে পারে।
- ✍ শুকদেব গোস্বামী সে স্তর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।
- ✍ **(১০-১১) - এমনকি আত্মারামেরাও ভগবদ্ভক্তিতে আকৃষ্ট হন। উদাহরনঃ শুকদেব গোস্বামী**

(১০-১১) - এমনকি আত্মারামেরাও ভগবদ্ভক্তিতে আকৃষ্ট হন। উদাহরণ - শুকদেব গোস্বামী

🕮 ১.৭.১০ – আত্মারামদেরও আকর্ষণকারী ভগবান

সমস্ত আত্মারামেরা, বিশেষ করে যাঁরা নিবৃত্তি মার্গে নিরত, সব রকমের জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। পরমেশ্বর ভগবান দিব্য গুণাবলীতে বিভূষিত এবং তাই তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন, এমন কি মুক্ত পুরুষদেরও।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ✍ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন-শিক্ষায় এই শ্লোকটির বিষদ বিশ্লেষণ করেন।
- ✍ তিনি এই শ্লোকে ১১টি তত্ত্ব উল্লেখ করেন –

✍ আত্মারাম	✍ কুর্বন্তি
✍ মুনয়ঃ	✍ অহৈতুকীম্
✍ নির্গ্রন্থ	✍ ভক্তিম্
✍ অপি	✍ ইত্থম্ভূতগুণ
✍ উরুক্রম	✍ হরিঃ

- ✍ শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, তাই একেকজন একেকটি গুণের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন।

✍ 'হরি' – দুটি মুখ্য অর্থ – [3]

❋ সর্ব অমঙ্গল হরণ করেন,

❋ প্রেম দান করে মন হরণ করেন।

ব্যক্তিত্ব	কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন
চারকুমার	শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত ফুল, তুলসী এবং চন্দনের সৌরভ
শুকদেব গোস্বামী	ভগবানের লীলা
ব্রজগোপিকারা	শ্রীকৃষ্ণের রূপ
রুক্মিণী দেবী	শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ
লক্ষ্মীদেবী	শ্রীকৃষ্ণের বংশী-গীত
বয়স্কা মহিলা	বাৎসল্য রস
পুরুষেরা	দাস্য ও সখ্য রস

🕮 ১.৭.১১ – শুকদেবকর্তৃক বিশাল ভাগবত অধ্যয়নের কারণ

ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেবের চিত্ত ভগবান শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হওয়ায় *(হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতি)* এই ভাগবত-পুরাণ অত্যন্ত বিশাল হলেও তা তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই ভগবতত্ত্ব বিশ্লেষণ করার ফলে তিনি বৈষ্ণবদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – ভক্তের অন্তরাত্মা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ ভগবদ্ভক্ত এবং নির্বিশেষবাদী - তারা একে অন্যকে পছন্দ করেন না। তাই অনাদিকাল ধরে এই দুই পরমার্থবাদীরা কখনও কখন একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন। তাই মনে হয় শুকদেব গোস্বামীও ভগবদ্ভক্তদের পছন্দ করতেন না। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি নিজেই ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন তাই তারা একে অন্যের সঙ্গ কামনা করেন।

(১২-১৬) - মৃত পাণ্ডব-পুত্রদের জন্য শোক

(১২-১৪) - অশ্বত্থামা কর্তৃক দ্রৌপদীর পুত্রগণের হত্যা

🕮 ১.৭.১২ – মুখ্য উদ্দেশ্য – কৃষ্ণকথার উদয়

সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিদের বললেনঃ এখন মুখ্যভাবে কৃষ্ণকথাই যাতে উদিত হয় সেইভাবে আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত এবং দেহত্যাগ বা মুক্তিবৃত্তান্ত এবং পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান বর্ণনা করব।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত পুরাণ, মহাভারত আদি সমস্ত শাস্ত্র কেবল ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাথে সম্পর্কিত হবার ফলে তা অপ্রাকৃত শাস্ত্র পরিণত হয়।

✍ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ – ভগবানের কার্যকলাপই মূখ্য বিষয়বস্তু।

✍ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একে অমল পুরাণ বলে বর্ণনা করেছেন।

✍ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য স্কন্ধগুলিও দশম স্কন্ধের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

✍ ভগবান ও তাঁর ভক্তদের আলাদা করা যায় না। তাই তাঁদের সম্বন্ধীয় কথাও কৃষ্ণকথা।

🕮 ১.৭.১৩-১৪ – দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার গর্হিত কর্ম

কৌরব এবং পাণ্ডব উভয় পক্ষের বীরেরা যখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে হত হয়ে তাঁদের গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হন, এবং যখন ভীমের গদাঘাতে ভগ্ন উরু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শোক করতে করতে ধরাশায়ী হয়, তখন দ্রোণাচার্যের পুত্র (অশ্বত্থামা) দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে তাদের মস্তক তার প্রভুকে পুরস্কারস্বরূপ দান করে। মূর্খের মতো সে মনে করেছিল যে তার ফলে দুর্যোধন প্রসন্ন হবে। দুর্যোধন কিন্তু তার এই গর্হিত কর্ম অনুমোদন করেনি এবং সে তাতে মোটেই প্রীত হয়নি।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ গীতা – শ্রীকৃষ্ণের কথা, অতএব কৃষ্ণকথা

✍ ভাগবত – শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা, অতএব কৃষ্ণকথা

✍ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছা – ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণকারী যেন গভীরভাবে এই কৃষ্ণকথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেন এবং যথাযথভাবে সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হবার পর তা যেন পৃথিবীর সর্বত্র সকলের কাছে প্রচার করেন। [4]

(১৫-১৬) - দ্রৌপদীর শোক

🕮 ১.৭.১৫ – দ্রৌপদীর আকুল ক্রন্দন

পাণ্ডবদের পাঁচ পুত্রের জননী দ্রৌপদী তাঁর পুত্রদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে থাকেন। তাঁর গভীর শোক শান্ত করার চেষ্টায় অর্জুন তাঁকে বললেন।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র হত্যা

🕮 ১.৭.১৬ – অর্জুনের প্রতিশ্রুতি

হে ভদ্রে, আমার গাণ্ডীবের থেকে নিক্ষিপ্ত তীর দিয়ে তোমার পুত্রদের হত্যাকারীর মস্তক ছেদন করে আমি তোমাকে তা উপহার দেব। তখন আমি তোমার চোখের জল মুছিয়ে দেব এবং আমি তোমাকে সান্ত্বনা দেব। তারপর, তোমার পুত্রদের মৃতদেহ সৎকার করে তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে স্নান করো।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ আক্রমণকারী –

i. যে শত্রু গৃহে আগুন লাগায়
ii. বিষ প্রদান করে
iii. ভয়ংকর অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করা
iv. ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে
v. ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে
vi. পত্নীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে

[3] 'হরিঃ'-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।। চৈঃচঃ মধ্য ২৪.৫৯

[4] ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার।। চৈঃচঃ আদি ৯.৪১

(১৭-৩৪) - অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার বন্ধন

(১৭-২১) - অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপণ

১.৭.১৭ – অর্জুনকর্তৃক অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন

অর্জুন, যাঁকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীঅচ্যুত সখা এবং সারথিরূপে সর্বদা পরিচালিত করেন, তিনি এই ধরণের বাক্যের দ্বারা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত হয়ে রথে চড়ে তিনি তাঁর অস্ত্রগুরুর পুত্র অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

১.৭.১৮ – ভীত অশ্বত্থামার পলায়ন

রাজপুত্রদের হত্যাকারী অশ্বত্থামা দূর থেকে অর্জুনকে প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে আসতে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে তার জীবন রক্ষার জন্য রথে করে পলায়ন করে, ঠিক যেভাবে ব্রহ্মা রুদ্রের ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

পুরাণের দুটি উপাখ্যান

- কঃ - ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার রূপে মোহিত হয়ে অনুগমন করলে ক্রুদ্ধ শিব ত্রিশূল নিয়ে আক্রমণ করেন। ব্রহ্মা ভয়ে পলায়ন করেন।
- কঃ – অর্ক বা সূর্য।

১.৭.১৯ – নিরুপায় অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের নির্ণয়

দ্বিজপুত্র (অশ্বত্থামা) যখন দেখল যে তার অশ্বগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে বিবেচনা করল যে ব্রহ্মশির নামক (পারমাণবিক অস্ত্র) চরম অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া তার আত্মরক্ষা করার আর কোনও উপায় নেই।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রাহ্মণ – সব চাইতে উন্নত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষ। তা কোন জন্মগত উপাধি নয়।

১.৭.২০ – অস্ত্রপ্রয়োগের প্রস্তুতি

তার জীবন বিপন্ন হওয়ার ফলে সে জল স্পর্শপূর্বক আচমন করে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করার জন্য একাগ্র চিত্তে মন্ত্র উচ্চারণ করল, যদিও সে জানত না কিভাবে সেই অস্ত্রটিকে সংবরণ করা যায়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

সূক্ষ্ম জড় কার্যকলাপ > স্থূল জড় কার্যকলাপ
সূক্ষ্ম জড় কার্যকলাপ – বিশুদ্ধ শব্দ বা মন্ত্রের প্রভাবে সম্পাদিত হয়।

১.৭.২১ – অসহায় অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন

তার ফলে এক প্রচণ্ড তেজরাশি সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তা এত প্রচণ্ড ছিল যে অর্জুন মনে করেছিলেন যে তাঁর জীবন বিপন্ন, এবং তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন।

(২২-২৬) - শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের প্রার্থনা

১.৭.২২ – শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয়

অর্জুন বললেনঃ হে কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান। তোমার বিভিন্ন শক্তির কোন সীমা নেই। তাই তুমি তোমার ভক্তদের হৃদয়ে অভয় দান করতে পার। জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার তাপে দগ্ধ সকলেরই মুক্তির পথ হচ্ছ তুমি।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক– সংসার দাবানল ...[5]

১.৭.২৩ – শ্রীকৃষ্ণই আদি পুরুষ ভগবান

তুমিই হচ্ছ সেই আদি পুরুষ ভগবান যিনি,

- সৃষ্টির সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং
- মায়াশক্তির অতীত।
- তুমি তোমার চিৎ শক্তির প্রভাবে জড়া প্রকৃতির প্রভাব প্রতিহত করেছ। তুমি সর্বদাই চিন্ময় জ্ঞান এবং আনন্দে অধিষ্ঠিত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কৃষ্ণ – সূর্য্য
- মায়া – অন্ধকার

১.৭.২৪ – জগৎ-শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ -

যদিও তুমি এই জড়া প্রকৃতির অতীত, তবুও বদ্ধ জীবের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি চতুর্বর্গাদি অনুষ্ঠান করে মানুষকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের অবতারের উদ্দেশ্য – মায়াদ্বারা মোহিত জীবদের পুনরুদ্ধারের জন্য। এটিই বদ্ধ জীবের প্রতি ভগবানের করুণার প্রকাশ।

১.৭.২৫ – শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ -

এইভাবে ভূ-ভার হরণ করার জন্য এবং তোমার সখাদের এবং তোমার অনন্য ভক্তদের নিরন্তর তোমার কথা স্মরণ করাবার জন্য তুমি অবতরণ কর।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – তাঁর অবতারের প্রকৃতি**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কিন্তু তবুও তাঁর আপঞ্জন ভক্তদের প্রতি অধিক অনুগ্রহশীল।

---

[5] সংসার দাবানল জীব অসহায়।
পুড়িছে অনলে পড়ি নাহিকো উপায়॥
কৃপাসিন্ধু হইতে করি কৃপা আহরণ।
মেঘ রূপে গুরুদেব করেন বর্ষণ॥
গুণনিধি -কৃপাময়, জগৎ তারণ।
হেন গুরুপাদপদ্ম করিনু বন্দন॥

🕮 ১.৭.২৬ – বর্তমান সমস্যা -

হে দেবতাদের দেবতা, এই ভয়ঙ্কর তেজ কিভাবে সর্বত্র বিস্তৃত হচ্ছে ? তা আসছে কোথা থেকে ? আমি তা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানকে নিবেদনে পদ্ধতি - পরমেশ্বর ভগবানকে যা নিবেদন করা হয়, তা সশ্রদ্ধ বন্দনার মাধ্যমে নিবেদন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে প্রচলিত রীতি।
- ভগবানের সখা হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন জনসাধারণের শিক্ষার্থে সেই নীতি অনুসরণ করেছেন।

(২৭-২৮) - শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর - এটি অশ্বত্থামার কার্য। তোমার অস্ত্র দ্বারা তা প্রতিহত কর

🕮 ১.৭.২৭ – আততায়ীর পরিচয়

পরমেশ্বর ভগবান বললেনঃ এটি দ্রোণপুত্রের কর্ম। যদিও সে সেই অস্ত্র সংবরণ করার উপায় জানে না, তবুও সে এই ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। সে তার আসন্ন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে এই কাজ করেছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রহ্মশির ও পারমাণবিক অস্ত্র – ব্রহ্মশির অনেকটা আধুনিক যুগের পারমাণবিক অস্ত্রের মত, কিন্তু তা সূক্ষ্ম।

🕮 ১.৭.২৮ – অর্জুনকে ব্রহ্মশির প্রতিহত করার উপায় নির্দেশ

হে অর্জুন, আর একটি ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারাই কেবল এই অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। তুমি হচ্ছ অস্ত্রবিশারদ, তোমার নিজের অস্ত্রের দ্বারা তুমি এই অস্ত্রের তেজ প্রতিহত কর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

আণবিক অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করার মত কোন অস্ত্র আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাব প্রতিহত করা সম্ভব ছিল।

(২৯-৩৪) - অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার বন্ধন

🕮 ১.৭.২৯ – অর্জুন কর্তৃক কৃষ্ণআজ্ঞা পালন ও স্বীয় অস্ত্র প্রয়োগ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেনঃ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে সে কথা শুনে অর্জুন পবিত্র হওয়ার জন্য জল স্পর্শ করে আচমন করলেন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে তিনি ব্রহ্মশির অস্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

🕮 ১.৭.৩০ – দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের সংঘর্ষের ফল

সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রের তেজপুঞ্জের সংঘর্ষের ফলে সূর্যমণ্ডলের মতো এক প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড নভোমণ্ডল এবং সমস্ত গ্রহগুলি আচ্ছাদিত করেছিল।

🕮 ১.৭.৩১ – ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীদের সেই তাপ অনুভব

ত্রিভুবনের সমস্ত অধিবাসীরা সেই অস্ত্র দুটির সংঘর্ষের আগুনের তাপ অনুভব করে প্রলয়কালীন সংবর্তক আগুনের কথা ভাবতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ত্রিভুবন –
    - ❋ উচ্চতর স্বর্গলোক
    - ❋ মধ্যবর্তী ভূলোক এবং
    - ❋ নিম্নবর্তী পাতাললোক
- অন্য গ্রহে জীব - এর থেকে বোঝা যায় যে মূর্খ লোকেরা যে বলে অন্য গ্রহে কোন জীব নেই, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

🕮 ১.৭.৩২ – অর্জুনকর্তৃক উভয় অস্ত্র সংবরণ

এইভাবে জনসাধারণকে উপদ্রুত দেখে এবং গ্রহসমূহের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস আশঙ্কা করে অর্জুন তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে সেই দুটি ব্রহ্মশির অস্ত্রকেই তৎক্ষণাৎ সংবরণ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

আধুনিক আণবিক অস্ত্রের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস – শিশুসুলভ কল্পনা

- প্রথমত, এর সেই ক্ষমতা নেই,
- দ্বিতীয়ত, ভগবানের অনুমোদন কোন কিছু ধ্বংস বা সৃষ্টি হতে পারে না।

🕮 ১.৭.৩৩ – ক্ষিপ্ত অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার বন্ধন

অর্জুন, ক্রোধে যাঁর চোখ দুটি তাম্র-গোলকের মতো রক্তিম হয়ে উঠেছিল, ক্ষিপ্রভাবে গৌতমীর পুত্রকে গ্রেপ্তার করে একটি পশুর মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – অশ্বত্থামা বন্ধন

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অধঃপতিত হওয়ায় ব্রাহ্মণোচিত ব্যবহার না করে পশুর মত আচরণ করা উপযুক্তই হয়েছে।

🕮 ১.৭.৩৪ – ক্রুদ্ধ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ করার পর অর্জুন তাকে শিবিরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর চক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ অর্জুনকে বলেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –[6]

[6] চৈতন্য চরিতামৃত আদি ১২শ অধ্যায় – অদ্বৈত আচার্যের ভৃত্য কমলাকান্ত বিশ্বাসের উপর মহাপ্রভুর ক্রোধ, শিবানন্দ সেনের প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রোধ, অদ্বৈত আচার্যের প্রতি মহাপ্রভুর ক্রোধ।
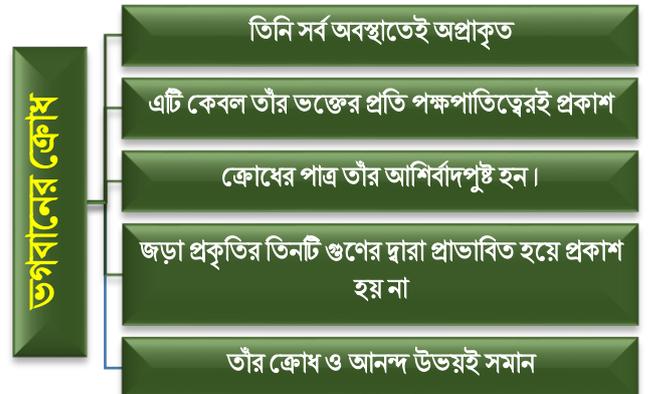
(৩৫-৫৮) - অশ্বত্থামা বধ বিষয়ে বাদ

(৩৫-৩৯) - অশ্বত্থামা বধের প্রস্তাবে কৃষ্ণের সমর্থন

১.৭.৩৫ – ক্ষমার অযোগ্য অশ্বত্থামাকে বধ কর

হে পার্থ, যে অশ্বত্থামা নিরপরাধ, নিদ্রিত শিশুদের রাত্রিবেলা হত্যা করেছে, এই সেই ব্রাহ্মণাধমকে ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, একে বধ কর।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবন্ধু

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রহ্মবন্ধু – ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকে তবে তাকে ব্রহ্মবন্ধু বলা হয়।
- ব্রাহ্মণ কিভাবে হওয়া যায় ? – জন্ম অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, গুণ অনুসারে হয়। এমনকি ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী প্রকাশ করে, তবে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে হবে।[7]
- দৃষ্টান্ত – হাইকোর্টের বিচারপতির পুত্র যেমন বিচারপতি নয়, তবে তাকে বিচারপতির আত্মীয় বা পুত্র বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। উপযুক্ত যোগ্যতা অনুসারেই বিচারপতির পদ লাভ করা যেতে পারে।

১.৭.৩৬ – অক্ষম শত্রুকে ধার্মিক ব্যক্তি বধ করেন না

মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, নিদ্রিত, নিশ্চেষ্ট, শরণাগত, ভগ্নরথ, ভয়ার্ত, বালক বা স্ত্রীলোক শত্রু হলেও ধার্মিক ব্যক্তি তাকে বধ করেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পূর্বে কখনও স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালের ফলে যুদ্ধ হয়ত না ; তা অনুষ্ঠিত হয়ত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত ধর্মনীতি অনুসারে।
- ধর্মনীতির ভিত্তিতে যুদ্ধ করা তথাকথিত অহিংসা থেকে অনেক উন্নত।

১.৭.৩৭ – তার মঙ্গলের জন্যই তাকে হত্যা করা উচিত

যে ঘৃণ্য, ক্রূর ব্যক্তি পরের প্রাণ বধ করে স্বীয় প্রাণ পরিপোষণ করে, তাকে বধ করাই তার পক্ষে মঙ্গলজনক, তা না হলে তার সেই পাপের ফলে সে নরকগামী হবে।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"পশুঘাতীর নিন্দা"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- রাজা কর্তৃক হত্যাকারীকে দণ্ডদান – হত্যাকারীর সমস্ত পাপমুক্তি (স্মৃতিশাস্ত্র)
- এমনকি পশুঘাতকদেরও হত্যাকারী বলে বিবেচনা করতে হবে। (মনু)
- পশুঘাতক –
  - পশুহত্যায় অনুমোদন দেয়,
  - পশুকে হত্যা করে,
  - পশুমাংস বিক্রয় করে,
  - পশু-মাংস পরিবেশন করে,

১.৭.৩৮ – অর্জুনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করানো

হে অর্জুন, আমি শুনেছি যে তুমি দ্রৌপদীর কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছ যে তুমি তাঁর পুত্রহত্যাকারীর মস্তক তাঁকে উপহার দেবে।

১.৭.৩৯ – স্বীয় প্রভুর অনভিপ্রেতকারী একে বধ কর

অতএব হে বীর ! এই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার তোমার স্বজনদের হত্যা করেছে, এবং স্বীয় প্রভু দুর্যোধনের অনভিপ্রেত কার্য অনুষ্ঠান করেছে। সুতরাং এই অশ্বত্থামাকে বধ কর।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অশ্বত্থামা – কুলাঙ্গার, তার জঘন্য কর্ম দুর্যোধনও অনুমোদন করেনি।
- শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

(৪০-৪১) - কৃষ্ণের পরীক্ষায় অর্জুন উত্তীর্ণ

১.৭.৪০ – পুত্রহন্তা হলেও গুরুপুত্র হত্যায় ধর্মনিষ্ঠ অর্জুনের না

সূত গোস্বামী বললেনঃ এইভাবে অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তাঁকে উত্তেজিত করছিলেন, তবুও মহাত্মা অর্জুন তাঁর মহত্ত্ব হেতু পুত্রহন্তা হলেও গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে হত্যা করতে চাইলেন না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহাত্মা অর্জুন - অর্জুন ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন মহাত্মা, যা এখানে পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে।
- শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা – এমন নয় যে, ধর্ম সম্বন্ধে অর্জুনের কোন জ্ঞান ছিল না বা অর্জুনের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অবগত ছিলেন না।
- শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর ভক্তদের পরীক্ষা করেন ? – লোকসমক্ষে তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন করার জন্য। সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরাই সাফল্যের সাথে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
  - উদাহরণ – গোপীগণ, প্রহ্লাদ মহারাজ।

১.৭.৪১ – অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামাকে দ্রৌপদীর নিকট সমর্পণ

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সখা ও সারথিরূপে বরণ করেছিলেন, সেই অর্জুন নিজ শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিহত পুত্রশোকমগ্না পত্নী দ্রৌপদীর কাছে অশ্বত্থামাকে সমর্পণ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক – সখা
- প্রতিটি জীব ভগবানের সাথে সম্পর্কিত – ভৃত্য, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেমিকা রূপে।
- এইভাবে সকলের জন্য ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গসুখ লাভের জন্য কি করণীয় ? – সেই বাসনা করা এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিযোগের মাধ্যমে সেই চেষ্টা করা।

---

[7] ভাগবতঃ ৭.১১.৩৫ – যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্ ...

(৪২-৪৮) - শোভন-চরিতা ও দয়ার্দ্র দ্রৌপদী কর্তৃক অশ্বত্থামা বধের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন

১.৭.৪২ – দয়ার্দ্র দ্রৌপদী কর্তৃক অধোবদন গুরুপুত্রকে প্রণাম

পশুর মতো রজ্জুবদ্ধ এবং অত্যন্ত জঘন্য কার্য করার ফলে অধোবদন এবং মৌন গুরুপুত্রকে দর্শন করে অত্যন্ত শোভন-চরিতা দ্রৌপদী দয়ার্দ্র চিত্তে সম্ভ্রমে তাকে প্রণাম করলেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "স্ত্রীলোকের দুর্বলতা"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বামস্বভাবা – 'কোমল এবং নম্র স্বভাবা'।
- বিচার করার ক্ষমতা - ভাল মানুষ অথবা স্ত্রীলোকেরা সবকিছুই অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেরা তা করেন না। কেবলমাত্র ভদ্রোচিত আচরণ করার জন্য আমাদের বিচার করার ক্ষমতা কখনই বর্জন করা উচিত নয়। এই কোমল-স্বভাব অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়, তাহলে যথার্থ বস্তু যথাযথভাবে গ্রহণ করা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি। [৪]

১.৭.৪৩ – অশ্বত্থামাকে বন্ধন মুক্তকরতে দ্রৌপদীর উক্তি

এইভাবে অশ্বত্থামাকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সাধ্বী দ্রৌপদী সসম্ভ্রমে বলে উঠলেনঃ এর বন্ধন মোচন কর, এর বন্ধন মোচন কর, কেন না ব্রাহ্মণ সব সময়ই আমাদের পূজার্হ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- গুরু যদি অধঃপতিত হয় তবে শাস্ত্রে তাকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়া আছে।
- শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যথাযথভাবেই তাকে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু শোভন-তিনি তা ,চরিতা দ্রৌপদী শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনা করেননি করেছিলেন লোকাচারের পরিপ্রেক্ষিতে।
- শুদ্ধভক্ত কৃপালু - তাঁর এই ভাবপ্রবণতা শোভন চরিত্রেরই পরিচায়ক। তা থেকে বোঝা যায় যে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগতভাবে সব রকম দুঃখ দুর্দশা- কিন্তু তিনি কখনও অন্যের প্রতি নির্দয় ,সহ্য করতে পারেন হননা এমনকি , তাঁর শত্রুর প্রতিও নয়। এগুলি হচ্ছে শুদ্ধভক্তের গুণাবলী

১.৭.৪৪ – অর্জুনকে তাঁর উপর গুরুকৃপার কথা স্মরণ করানো

দ্রোণাচার্যের কৃপার প্রভাবেই আপনি গোপনীয় মন্ত্র সহ ধনুর্বিদ্যায় এবং প্রয়োগ ও উপসংহার কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষালাভ করেছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বৈদিক সূক্ষ্ম ধনুর্বেদ ও আধুনিক স্থুল সামরিক বিজ্ঞান।
- দ্রোণাচার্য কেন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিলেন ?– ব্রাহ্মণ যে কোন বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারেন। যথার্থ ব্রাহ্মণের কাজ হচ্ছে যজন ,যাজন ,পঠন এবং পাঠন।

১.৭.৪৫ – গুরুপুত্র গুরুদেবেরই প্রকাশ, গুরুমাতাও জীবিতা

পূজনীয় দ্রোণাচার্য তাঁর পুত্র এই অশ্বত্থামারূপেই বিদ্যমান। তাঁর অর্ধাঙ্গিনী কৃপীও জীবিতা আছেন, কেন না বীর পুত্র প্রসবিনী বলে তিনি তাঁর মৃত পতির সহমৃতা হননি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

অশ্বত্থামা – দ্রোণাচার্যের প্রতিনিধি। তাকে হত্যা করা হচ্ছে দ্রোণাচার্যকে হত্যাকরার মতই।

১.৭.৪৬ – গুরুকুলকে দুঃখ না দিতে সতর্ক

হে ধর্মবিদ, হে মহাযশস্বী ! সর্বদা আপনাদের পূজ্য এবং বন্দনীয় গুরুকুল যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

সম্মানীয় কুলে অল্প অপবাদও প্রয়োগ করা হলে তা দুঃখ উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট।

১.৭.৪৭ – মাতৃ সহমর্মীতা

আমি যেমন পুত্রহারা হয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে নিরন্তর রোদন করছি, এই অশ্বত্থামার মাতা পতিব্রতা গৌতমী যেন সেভাবে রোদন না করেন।

১.৭.৪৮ – ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ

অসংযতমনা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের ক্রোধ জন্মায়, সেই ক্রুদ্ধ ব্রহ্মকুল সেই ক্ষত্রিয় বংশকে সপরিবারে শোকে নিমজ্জিত করে শীঘ্র নষ্ট করে।

(৪৯-৫১) - দ্রৌপদীর যুক্তির সাথে সমর্থন ও বিমত

১.৭.৪৯ – যুধিষ্ঠির সমর্থন

সূত গোস্বামী বললেনঃ হে ব্রাহ্মণগণ ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্মনীতি অনুসারে উক্ত রানীর সেই ন্যায়সঙ্গত মহৎ সকরুণ এবং সমতাপূর্ণ উক্তি সমর্থন করেছিলেন।

১.৭.৫০ – সকলের সহমত

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব এবং সাত্যকি, অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সমস্ত মহিলারা সকলেই মহারাজের সঙ্গে একমত হলেন।

১.৭.৫১ – ভীমের দ্বিমত

ভীম কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি ক্রুদ্ধভাবে প্রস্তাব করলেন, যে জঘন্য দুর্বৃত্ত নিদ্রিত শিশুদের অনর্থক হত্যা করেছে, তাকে বধ করাই উচিত।

(৫২-৫৮) - অশ্বত্থামার মস্তকের মণি ও কেশ ছিন্ন করে অর্জুন কর্তৃক বিরোধাত্মক নির্দেশের সমাধান

১.৭.৫২ – সকলের কথা শুনে মৃদু হেসে ভগবানের বাণী

চতুর্ভুজ পরমেশ্বর ভগবান, ভীম, দ্রৌপদী এবং অন্যান্যদের কথা শুনে তাঁর বন্ধু অর্জুনের মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং মৃদু হেসে বলতে শুরু করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীকৃষ্ণকে কেন চতুর্ভুজ বলা হয়েছে ?–
- **শ্রীধর স্বামী** -অশ্বত্থামা বধ বিষয়ে দ্বিমতে রত দ্রৌপদী ও ভীমকে নিরস্ত্র করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপর দুটি হস্ত প্রকাশ করেছিলেন।
- প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, কিন্তু বৈকুণ্ঠে তিনি বিষ্ণুরূপে চতুর্ভুজ-রূপে বিরাজিত। তাই তাঁকে চতুর্ভুজ বলে সম্বোধন করা বিরুদ্ধ উক্তি নয়।

---

[৪] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।। (চৈঃচঃ আদি ৮.১৫)

🕮 ১.৭.৫৩-৫৪ – শ্রীকৃষ্ণের অশ্বত্থামা বধে সমর্থন

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেনঃ ব্রহ্মবন্ধুকে হত্যা করা উচিত নয়, কিন্তু সে যদি আততায়ী হয়, তা হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এই সমস্ত নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে, এবং তোমার কর্তব্য হচ্ছে সেই নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা। তোমার প্রিয় পত্নীর কাছে তোমার প্রতিজ্ঞাও তোমাকে রক্ষা করতে হবে এবং তোমাকে ভীমসেন এবং আমার সন্তুষ্টিবিধানের জন্য আচরণ করতে হবে।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সংশয় মোচন"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ মনু-সংহিতা অনুসারে আততায়ী যদি ব্রাহ্মণও হয় তাহলে তাঁকে বধ করা উচিত, ব্রহ্মবন্ধুর আর কি কথা।

অশ্বত্থামা	হত্যা করা উচিত কি না
ব্রহ্মবন্ধু	উচিত নয়
আততায়ী	উচিত
নিরস্ত্র ও রথহীন	উচিত নয়
অর্জুনের প্রতিজ্ঞা	উচিত
ভীমসেন ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ	উচিত

🕮 ১.৭.৫৫ – ভগবাৎ-নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার মস্তকের মণি ছেদন

ঠিক সেই সময়ে অর্জুন ভগবানের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং তাঁর তরবারির দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার মস্তকের কেশরাশি এবং মণি ছেদন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ অশ্বত্থামার মণি ছেদন করা ছিল তার মস্তক ছেদন করারই মত। অথচ তার ফলে তার প্রাণ রক্ষা হল।

🕮 ১.৭.৫৬ – দীপ্তিহীন ও তেজোহীন অশ্বত্থামার বন্ধনমুক্তি

শিশু হত্যা করার ফলে অশ্বত্থামার দেহের দীপ্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিল, এবং এখন তার মস্তকের মণি কেটে নেওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে তেজহীন হয়ে পড়ল। এই অবস্থায় তাকে বন্ধনমুক্ত করে শিবির থেকে বার করে দেওয়া হল।

🕮 ১.৭.৫৭ – ব্রহ্মবন্ধুর উপযুক্ত শাস্তি –

মস্তক মুণ্ডন করা, সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা এবং বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে ব্রহ্মবন্ধুর উপযুক্ত শাস্তি। দৈহিকভাবে তাকে হত্যা করার নির্দেশ নেই।

🕮 ১.৭.৫৮ – মৃতদের সৎকার –

তারপর পাণ্ডবেরা এবং দ্রৌপদী শোকার্ত চিত্তে তাঁদের মৃত আত্মীয়দের সৎকার অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন।